প্রাক্‌কথন

।। প্রাক্‌কথন ।।

বিংশ শতাব্দীর বাংলা ছোটগল্পের ধারায় একজন প্রবাদ প্রতীম ছোটগল্পকার সতীনাথ ভাদুড়ী। বাংলা সাহিত্য পাঠক, সমালোচক ও গবেষক প্রত্যেকের কাছেই সতীনাথ ভাদুড়ী একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক হিসেবেই সমধিক পরিচিত। আমিও এই গবেষণা কর্মে নিয়োজিত হবার পূর্বে সতীনাথ ভাদুড়ীকে মূলত একজন ঔপন্যাসিক হিসেবেই জেনে এসেছি। ছোটগল্প পড়ার আগ্রহ ও নেশা আমার ছোটবেলা থেকেই । তবে সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্প আমি আগে পড়িনি। ২০০৬ সালে সতীনাথ ভাদুড়ীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে একজন শ্রোতা হিসেবে অংশগ্রহণ করে বাংলা কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আলোচনা এবং সর্বোপরি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকা, আমার এই গবেষণা কর্মের উৎসাহদাত্রী তথা আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার — 'সতীনাথ ভাদুড়ীর 'গণনায়ক' :বাস্তব দৃষ্টির শিল্পিত রূপ'- শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা শুনেই আমার প্রথম সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পের প্রতি একটা আকর্ষণ-ভালোলাগার বীজ বপন হয়ে যায়। তারপর আমি 'সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্প সমগ্র' বইটি সংগ্রহ করে গল্পগুলি পড়তে আরম্ভ করি। পড়তে পড়তে সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পের প্রতি একটা গভীর ভালোলাগার জায়গা তৈরি হয় এবং বাংলা ছোটগল্পের প্রবহমান ধারায় সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পগুলির মধ্যে এক সম্পূর্ণ নূতন বার্তা সম্পর্কে অবহিত হতে থাকি। একজন লেখক যে শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাকে নিয়ে কত সুন্দর, কত উচ্চাঙ্গের শিল্প তথা ছোটগল্প রচনা করতে পারেন — সেটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি অভিভূত-বিস্মিত-মুগ্ধ করেছে।

তবে যে কথাটি অস্বীকার করলে মিথ্যাভাষণ হবে তা হল — সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পের প্রতি আমার মনে একটা বিশেষ দুর্বলতা তৈরি হলেও, আমি এই বিষয়ের ওপরে গবেষণার কাজ করার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। এই বিষয়ে যিনি আমাকে সর্বতো ভাবে আমার মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা এবং অন্যান্য সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছেন, আমার মনের গোপনতম কোণের গবেষণা করার সুপ্ত বাসনাকে বাস্তবায়িত করতে যিনি পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকা, আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জুলা বেরা। তাঁর প্রেরণাই আমার গবেষণার মূল ভিত্তি। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই আমি সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্প নিয়ে গবেষণার কাজ আরম্ভ করি। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম 'সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্পে জীবনচিত্রণ ও বাক্‌-নির্মাণ'। অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জুলা বেরার

মত একজন বিদগ্ধ-গুণী মানুষকে আমি শিক্ষিকা এবং আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়িকা হিসেবে পেয়ে আমি শুধু কৃতজ্ঞই নই — সম্পূর্ণ ভাবে ঋদ্ধ হয়েছি। আমার গবেষণা পত্র লেখার কাজে সকল সময়ে অভিভাবকের মতো আমার পাশে থেকে, তাঁর সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ দিয়ে সঠিক পথে গবেষণার কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন আলোচনা-পরামর্শ-নির্দেশ আমাকে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি।

আমার গবেষণা কর্মটিকে সুষ্ঠু ভাবে সুসম্পন্ন করতে, আমি কৃতজ্ঞ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আমার সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি। তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে আমার প্রণাম জানাই। গবেষণা কর্ম শুরুর পূর্বে ছ'মাসের Course Work-এর পর্বে সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের ক্লাসগুলি আমাকে ভীষণ ভাবে এই গবেষণা কর্মে সাহায্য করেছে। এছাড়া সময়ে-অসময়ে বিভাগের প্রত্যেক অধ্যাপকদের কাছে যখনই গবেষণার কোন প্রয়োজনে গিয়েছি — তাঁরা প্রত্যেকেই নির্দ্বিধায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার গবেষণাকর্মটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আর একজন মানুষ আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। আমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় কিছু বই-পত্র দিয়ে এবং মূল্যবান আলোচনায় সমৃদ্ধ করেছেন আমার শিক্ষিকা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা, বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ সুমনা দাস সুর মহাশয়া। তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের অনেক অধ্যাপক তথা শিক্ষকেরা আমাকে গবেষণার কাজে অনেক ভাবে উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন — আমি তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই কৃতজ্ঞ। আমার এই গবেষণা কর্মে যাঁরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এবারে আসি গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র তথা গ্রন্থাগার ব্যবহারের কথায়। সতীনাথ ভাদুড়ী সবসময়ই স্বল্প চর্চিত সাহিত্যিক বলে তাঁর লেখা বই-পত্র সংগ্রহ করতে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় আমি আমার প্রয়োজনীয় বইগুলির সংগ্রহ করেছি। এক্ষেত্রে আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক মহাশয় এবং সকল গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি। যাঁরা বিভিন্ন ভাবে সময়ে-অসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ কলকাতা জাতীয় গ্রন্থগারের প্রতি। কারণ আমার গবেষণা কর্মের প্রথম প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী এবং বইপত্র আমি পেয়েছিলাম এই গ্রন্থগার থেকেই। এছাড়াও আমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিলিগুড়ি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার, কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী থেকেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। এই সকল প্রতিষ্ঠান ও কর্ম

কর্তাদের প্রতিও জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। এছাড়া কলকাতায় অবস্থিত লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্রের কর্ণধার শ্রী সন্দীপ দত্ত মহাশয়ের প্রতিও আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁর লাইব্রেরীটি ব্যবহার করার সুযোগ পেয়ে সত্যিই বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছি।

আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই আমার স্বামী শ্রী অশোক কুমার হালদার । যার সহমর্মিতা এবং আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এই কাজটি করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠত না। আর আমার একমাত্র শিশু কন্যা অংশুমিতা হালদার, আমার গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে আমি ওর প্রতি যথেষ্ট অবহেলা করেছি ,ওকে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছি। ওর প্রতি রইল আমার অন্তরের অফুরন্ত ভালোবাসা।

আমি ধন্যবান জানাই আমার গবেষণা পত্রটি টাইপের কাজ করেছেন যিনি — শ্রীমতি তনয়া সরকার। অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সতর্কতা ও সচেতনতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও মুদ্রণের ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় — **মলিদীপা সরকার**

তাং - ১৮ই নভেম্বর, ২০১৪